ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ খ্রি.

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

স্থান : বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৯ খ্রি.

সম্মাননীয় প্রধান অতিথি **জনাব রমেশ চন্দ্র সেন,** এমপি, ঠাকুরগাঁও-১, সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সভাপতি, **জনাব ড. কে এম কামরুজ্জামান** সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও, বিশেষ অতিথি **জনাব মোহা. মনিরুজ্জামান,** পিপিএম (সেবা) পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও, **জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী,** চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও, **জনাব মো. আখতারুজ্জামান,** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর, **জনাব মো. নুর কুতুবুল আলম,** অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঠাকুরগাঁও, অভিভাবকগণ, সুধীমণ্ডলী, সহকর্মীগণ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, বৈশাখের এই বর্ণিল বিকেলে জানাচ্ছি স্বাগতম।

সম্মাননীয় সুধীমণ্ডলী আজকের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের পারদর্শিতার জন্য ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হবে। এর মাধ্যমে কৃতী ছাত্ররা তাদের মেধার স্বীকৃতি অর্জন করবে এবং অন্য ছাত্ররা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাবে।

১৯০৪ সাল। যাত্রা শুরু। শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছে আমাদের বিদ্যালয়। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের জনগণের মাঝে বিতরণ করেছে আলোক শিখা। এখান থেকে বেরিয়ে অনেকেই স্বনামধন্য হয়েছেন, দেশ ও জাতিকে করেছেন গৌরবান্বিত। আমি আজ এ মুহূর্তে এই বিদ্যালয়ের জমিদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও কৃতী ছাত্রদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তাঁর পরিবারবর্গের শহিদ সদস্যগণকে, সাথে সাথে স্মরণ করছি জাতির বীর সন্তানদের যাঁদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশ।

সম্মাননীয় সুধীমণ্ডলী, এবারে সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ের ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করছি।

বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম :

বিদ্যালয়টি ডাবল শিফ্‌ট। বর্তমানে ৩য়-১০ম শ্রেণিতে প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। প্রতিদিন ছাত্র শিক্ষক সমাবেশের মাধ্যমে শ্রেণির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রভাতি শিফ্‌ট শুরু হয় সকাল ৭:০০ টায় এবং দিবা শিফ্‌ট শুরু হয় বেলা ১২:০০ টায়। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কারণ ব্যতীত শতভাগ উপস্থিত না থাকলে বিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।

বিদ্যালয়ে ছুটি নিতে হলে শ্রেণি শিক্ষকের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বরাবরে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রে অভিভাবকের সম্মতি স্বাক্ষর থাকতে হয়। বিদ্যালয়ে যে কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে ঐদিন সাথে সাথে অভিভাবকের মোবাইলে অনুপস্থিতির মেসেজ পাঠানো হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের যে কোনো তথ্য অভিভাবকের মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে পাঠানো হয়। বিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে এর সাথে ওয়েব এ্যাপ্লিকেশনও রয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক। টিফিন পিরিয়ডে ছাত্রদের টিফিন সরবরাহ করা হয়। ধারাবাহিক মূল্যায়ন (সিএ) আমাদের বিদ্যালয়ে চালু আছে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় করা হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এটি আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৮ সালে ২টি অভিভাবক সভা করা হয়েছে।
ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর শিওরক্যাশ এর সঙ্গে বিদ্যালয় একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে শিওরক্যাশের প্লাটফরম ব্যবহার করে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে। এতে করে ছাত্র এবং অভিভাবকগণের কাছ থেকে বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি সংগ্রহ করতে শ্রেণি শিক্ষকদের মূল্যবান শ্রেণি সময় ব্যয় করতে হয় না। এই ব্যবস্থা সময় সাশ্রয় করছে, শিক্ষক-অভিভাবকগণের হয়রানি লাঘব করছে। তদুপরি ছাত্রদের পাওনাদি সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণের এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এবারই বিদ্যালয়ে তৃতীয়বারের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য ডায়েরি প্রদান করা হয়েছে যেখানে একটি শিক্ষাবর্ষের সম্পূর্ণ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১০টি নির্ধারিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে যেখানে ২০টি কম্পিউটার রয়েছে। বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। যেখানে পর্যাপ্ত গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থাগার কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বই নিয়ে গিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া বিদ্যালয় চলাকালীন ও বন্ধের সময় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বই এবং দৈনিক পত্রিকা পড়তে পারে। ২০১৬ সাল থেকে একটি মানসম্মত ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করে থাকে।
অভিভাবকমণ্ডলী ও সুধীমণ্ডলী, আমাদের প্রচেষ্টার সাথে আপনাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা যুক্ত হলে অবশ্যই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সৃষ্টপদ, কর্মরত ও শূন্য পদ সংখ্যা নিম্নরূপ :

পদের নাম	সৃষ্ট পদ	কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
প্রধান শিক্ষক	০১	০০	-	
সহকারী প্রধান শিক্ষক	০২	০২	-	
সহকারী শিক্ষক	৪৯	৪১	০৮	
অফিস সহকারী	০২	০২	-	
অফিস সহায়ক	০৫	০৩	০২	
সার্পোট স্টাফ		১৩	-	

বিদ্যালয়টিতে ডবল শিফ্ট চালু হওয়ার পর থেকে কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এবং সরকারিভাবে কোনো অফিস সহায়ক ও কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ না হওয়ায় বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২ জন কম্পিউটার অপারেটর ও ১১ (এগার) জন অফিস সহায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এবারে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জে.এস.সি. ও এস.এস.এস. পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হলো :

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাশ	জিপিএ-৫	পাশের হার
২০১৩	২৩৪	২৩৪	১৯২	১০০%
২০১৪	২২১	২২১	২১৫	১০০%
২০১৫	২৩৬	২৩৬	১৮১	১০০%
২০১৬	২৪৮	২৪৮	২৩৪	১০০%
২০১৭	২৪৫	২৪৫	২২৪	১০০%
২০১৮	২৩৮	২৩৮	২১৭	১০০%

জেএসসি পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাশ	জিপিএ-৫	পাশের হার	মন্তব্য
২০১২	২৩৭	২৩৭	১০৫	১০০%	বোর্ডে ৯ম স্থান লাভ
২০১৩	২০৪	২০৪	১৮৮	১০০%	বোর্ডে ৩য় স্থান লাভ
২০১৪	২২৪	২২৪	১৬৭	১০০%	বোর্ডে ৫ম স্থান লাভ
২০১৫	২২৪	২২৪	১৯৭	১০০%	
২০১৬	২২৯	২২৯	২১২	১০০%	
২০১৭	২২৬	২২৬	১৮১	১০০%	
২০১৮	২৪৪	২৪৪	১০২	১০০%	

এসএসসি পরীক্ষা

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাশ	জিপিএ-৫	পাশের হার	মন্তব্য
২০১২	১৩২	১৩২	১২০	১০০%	বোর্ডে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ
২০১৩	২৪২	২৪২	২০২	১০০%	বোর্ডে ৫ম স্থান লাভ
২০১৪	২০৮	২০৮	১৯১	১০০%	বোর্ডে ৩য় স্থান লাভ
২০১৫	২২৪	২২৪	১৩৯	১০০%	
২০১৬	২২৯	২২৯	১৯৭	১০০%	
২০১৭	২২০	২২০	১৪৫	১০০%	
২০১৮	২২১	২২১	১৪৭	১০০%	

সম্মাননীয় সুধীমণ্ডলী, এবারে সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি :

পাঠ্যপুস্তক উৎসব :

গত ০১ জানুয়ারি ২০১৯ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের হাতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয় এবং ক্রমান্বয়ে পাঠ পরিকল্পনা, ডায়েরি, প্রসপেক্টাস তুলে দেওয়া হয়। পরিচয় পত্র প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রীড়া :

প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সাড়ম্বরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রীড়ার সাফল্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক) ক্রিকেট :

Standard Chartered young tiger under-১৬ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২০০৭-২০১২ পর্যন্ত জেলা চ্যাম্পিয়ন। ২০০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতি বছর Standard Chartered young tiger under-১৬ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বয়সভিত্তিক অনুর্ধ-১৪ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৫-২০১৬ এ 'ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থা' দলের হয়ে অত্র বিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র মোঃ সাদ্ ইবনে ওয়াইস, ৮ম ক রোল-৬১ এবং মোঃ হানিফ বিশ্বাস, ৮ম গ রোল-৫ অংশ গ্রহণ করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় 'ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থা দল' রংপুর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২০১৮ সালে Standard Chartered young tiger জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০১৮ সালে জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট দল জেলা চ্যাম্পিয়ন ও উপ-অঞ্চলে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে।

খ) হ্যান্ডবল :

১৯৯০ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত জেলা চ্যাম্পিয়ন। ২০১৮-২০১৯ এ বছর জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে।

গ) ফুটবল :

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কয়েকবার জেলা চ্যাম্পিয়ন ও উপ অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

ঘ) বাস্কেটবল :

বিদ্যালয়ে একটি সুদৃশ্য বাস্কেটবল গ্রাউন্ড রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্কেটবল খেলার সুযোগ পায়। ২০১৮ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন ও উপ-অঞ্চলে রানারআপ হওয়া গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন।

ঙ) টেবিল টেনিস :

বিদ্যালয়ে একটি কক্ষে টেবিল টেনিস বোর্ড রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা টেবিল টেনিস খেলা সুযোগ পায়। ২০১৮-২০১৯ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে।

চ) এ্যাথলেটিকস্ :

২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় ২টি ইভেন্টে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে ২য় ও ৩য় হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৮ সালে ৩টি ইভেন্টে উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে। ২০১৯ এ দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

ছ) ব্যাডমিন্টন :

২০১৮-২০১৯ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয় এবং উপ-অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি :

সাহিত্য মানব মনের সুকুমারবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করে এবং সংস্কৃতি জাতির চালিকাশক্তি। এ বিশ্বাসকে ধারণ করে আমরা বিদ্যালয়ে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি। প্রতি বছর বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা গঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজন করে আসছে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার। বাংলা বির্তকের পাশাপাশি ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে English Debate Competition. এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা চর্চার আগ্রহ এবং ইংরেজি ভাষায় কথা বলার পারদর্শিতা বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল :

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। মিলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে রচনা, হামদ, নাত, বক্তৃতা, আযান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা :

হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনা সমুন্নত রাখতে বিদ্যালয়ে গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দমুখর ও ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হিন্দু শিক্ষার্থীরা সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন করেছে। উল্লেখ্য, সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বার্ষিক প্রীতিভোজ :

সরকার জেলার বাহিরে শিক্ষা সফর নিরুৎসাহিত করায় ২০১৮ সালে বিদ্যালয় বার্ষিক ভোজ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যাগাজিন ও অ্যালবাম প্রকাশ :

ছাত্রদের সুপ্ত ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো স্কুল ম্যাগাজিন। ১৯৬৩ সাল থেকে এ বিদ্যালয়ে 'মালঞ্চ' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে আসছে। অর্থ যোগাড় সাপেক্ষে কয়েক বছর পর পর এটি প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালে এ বিদ্যালয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বলিত বর্ধিত কলেবরে এর ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। গত ১লা জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। অর্থ যোগাড় সাপেক্ষে ১০ম সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। প্রতিবছর এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এখানে তাদের স্বরচিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

স্কাউটিং :
শিশুদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে স্যার ব্যাডেন পাওয়েল যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেই আদর্শের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে স্কাউটিং করছে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন স্কাউটিং সমাবেশে তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাড়ম্বরে অংশগ্রহণ করে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়ের স্কাউট দল বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েই চলছে। গত ২৮-০৭-২০১৫ থেকে ০৮-০৮-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত জাপানে অনুষ্ঠিত ২৩তম 'বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরি ২০১৫'তে এ বিদ্যালয়ের ০৮ জন স্কাউট এবং ইউনিট লিডার সহকারী শিক্ষক জনাব মো. মাহাবুর রহমান অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি গৌরবের সাথে সমুন্নত রেখেছেন। গত ২৯ ডিসেম্বরে ১৭তম ভারতীয় জাতীয় জাম্বুরিতে আমাদের বিদ্যালয়ের ১৩ জনের একটি চৌকস দল সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে যা কর্ণাটকের মহীসূরে অনুষ্ঠিত হয়। চলতি ২০১৮ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পে ১১ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে যা ভারতের কোলকাতায় ও ঢাকায় তিন দিন করে মোট ছয় দিনে অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ৮ জন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ক্যাম্প ২/১/২০১৯ - ৮/১/২০১৯ অবস্থান করেন। ২০১৮ সালের বয়েজ স্কাউটের সর্বোচ্চ এ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট স্কাউট এ্যাওয়ার্ড এ বিদ্যালয়ে ছাত্র পায়।
১। আবু নূর সোহান ২। প্রশান্ত রায় ৩। আহমেদুল হক কাব্য
৮ই মার্চ থেকে ১৪ই মার্চ ২০১৯ ন্যাশনাল জাম্বুরিতে ৯ জন স্কাউট সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

কাব দল :
তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে রয়েছে কাব দল। কাব দলের নৈপুণ্য চোখে পড়ার মতো। গত বছর বিদ্যালয়ের ৬ সদস্যের কাব-স্কাউট দল ইউনিট লিডার সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ ওমর আলীর নেতৃত্বে ৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ২২-২৭ জানুয়ারি ২০১৬ তে অংশগ্রহণ করে এবং ভিলেজভিত্তিক ক্যাম্পুরী প্রতিযোগিতায় জ্ঞান জিজ্ঞাসা ইভেন্টে ২য় স্থান এবং তাবুকলা ইভেন্টে ৩য় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গত বছর ১ জন ছাত্র তানজিমুল হাসান (তানিম) শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে এবং এ বছর ৪ জন কাব-স্কাউট শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ডে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

বিএনসিসি :
বাংলাদেশ টেরিটোরিয়াল ফোর্স (BTF) অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উইং এর অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর জুনিয়র ডিভিশনের ৩১ সদস্যের একটি প্লাটুন বিদ্যালয় আছে। টিচার্স আন্ডার অফিসার (টিইউও) মো. মাহমুদুন নবী এবং ১ জন সেনাবাহিনীর নন-কমিশন অফিসার (এনসিও) সামরিক প্রশিক্ষক এর তত্ত্বাবধানে প্লাটুনটি পরিচালিত হচ্ছে। আর্মি উইং এর এই প্লাটুন 'জ্ঞান, শৃঙ্খলা, একতা' এই মটো নিয়ে বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। ২০১৭-২০১৮ প্রশিক্ষণ বর্ষে ৫ জন ব্যাটালিয়ন ট্রেনিং এক্সারসাইজ, ২ জন রেজিমেন্ট ট্রেনিং এক্সারসাইজ, কৃতিত্বের সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। তদুপরি বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনে ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কুচকাওয়াজে নৈপুন্য প্রদর্শন করে আসছে।

যুব রেড ক্রিসেন্ট :
জন হেনরী ডুনান্ট আর্ত মানবতার সেবায় যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রাখতে এ বিদ্যালয়ে যুব রেড ক্রিসেট দল গঠিত হয়েছে। এ যুব রেড ক্রিসেন্ট দল বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজ করেই চলেছে।

নবীন বরণ ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভা :
গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে তৃতীয় শ্রেণিতে নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের বরণ করা হয়। এবং ঐ সকল ছাত্রদের অভিভাবকগণের সাথে বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান :
প্রতি বছর এস.এস.সি, পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এতে বিদায়ী ছাত্রগণ তাদের অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করে থাকে এবং অন্যান্য শ্রেণির ছাত্ররা তাদের অগ্রজদের অশ্রুসিক্ত বিদায় সংবর্ধনা জানায়। গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

কর্মশালা আয়োজন :
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, সিলেবাস প্রণয়ন, রুটিন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গত নভেম্বর ২০১৮খ্রি. বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে দিনব্যাপী ১টি কর্মশালা এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সংক্রান্ত কর্মশালা ওআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে এ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি :
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের শহিদ মিনার চত্বরে এ বছর সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ছাড়াও আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল।

নাটক :
নাটক সমাজের দর্পণ। সমাজের অসংগতিগুলো খুব সহজে নাটকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে নাট্য দল রয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি :
এ বিদ্যালরে শিক্ষার্থীরা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের আর্কাইভ :
বিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণের নিমিত্তে আর্কাইভ আছে।

সততা স্টোর ও সততা সংঘ :
বিদ্যালয়ে ১টি সততা স্টোর চালু রয়েছে এবং সততা সংঘ চালু রয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন :
১৬ ডিসেম্বর, ১৭ মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৭ই এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

স্টুডেন্টস্ কেবিনেট :
সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্টুডেন্টস্ কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনায় নেতৃত্ব দানে সহায়তা করে। ১৪ই মার্চ ২০১৯ স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন হয়।

আমাদের অর্জন ও সাফল্য :
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪) ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী মেলা ২০১৫তে আমাদের বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও জেলার সেরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং ১ম পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম : একবিংশ শতাব্দীর নতুন শিক্ষা পদ্ধতি' বিষয়ক সেমিনার উপস্থাপন করেন এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মাহমুদুন নবী।
গত ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁওয়ে ৩৬তম বিজ্ঞান মেলায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রজেক্টের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। প্রজেক্ট প্রদর্শনে আমাদের ছাত্ররা (জুনিয়র গ্রুপে) প্রথম ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে পুরস্কৃত হয়। এ ছাড়াও তারা বিশেষ পাঁচটি পুরস্কার লাভ করে। এ মেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। ইন্টারনেট বিষয়ক প্রতিযোগিতা 'গ্রামীণফোন প্রথম আলো আইজেন ২০১৫'-এ সারাদেশের দুই হাজার স্কুলের ৮ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে রংপুর বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও জাতীয় পর্যায়ে ৫ম অবস্থানে আছে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৫ জন শিক্ষার্থীর একটি দল।
জাতীয় শিশু মৌসুমী প্রতিযোগিতা ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অঞ্চল পর্যায়ে রানার্স আপ হয়েছে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ৪ জন শিক্ষার্থীর একটি দল। দলের সদস্যরা হলেন-
মোঃ জোবায়ের হোসেন নম্র, এম. জেড. তারেক হাসান মাহিন, মোঃ জুনায়েদ ইসলাম, শিহাব মাহমুদ অমিয় (দলনেতা)।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ সাব্বির আহমেদ শ্রেণি ১০ম রোল-০৪ শাখা-ঘ বিভাগীয় পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৬ তে তবলায় 'খ' বিভাগে অংশগ্রহণ করে সৌগত দেবনাথ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০১৫ তে অংশগ্রহণ করে রংপুর বিভাগে 'গ' গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে আমাদের বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মোঃ জাওয়াদ রাফিদ, শ্রেণি ৯ম- গ রোল-২১।
৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ৩ জন শিক্ষার্থীর একটি দল।
একই প্রতিযোগিতায় রানার্স আপও হয়েছে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাছাড়া বিজ্ঞান মেলায় প্রজেক্ট প্রদর্শন করে ১ম ও ২য় স্থান অর্জন করে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
৩-৫ এপ্রিল /২০১৮খ্রীঃ খ গ্রুপ (৬ষ্ঠ - ১০ম) 'আমার চোখে ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ২য় স্থান লাভ করে।
বসুন্ধরা খাতা ও কালের কণ্ঠ আয়োজিত ১০/৫/২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল বির্তক প্রতিযোগিতায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯ এ অর্জনসমূহ :

বিশুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জন করে আমাদের বিদ্যালয়।

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জনকারীর তালিকা :

বিষয়	নাম	শ্রেণি	শাখা	রোল নম্বর
শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি ক্যাডেট	উৎস দেবনাথ	১০ম	ক	০১
শ্রেষ্ঠ স্কাউট	আবু নূর সোহান	১০ম	ঘ	২১
রচনা প্রতিযোগিতা	তাহমীদ ইসলাম নিয়ন	১০ম	ঘ	০৬
একক বিতর্ক	মো. আব্দুল আখের	১০ম		

উপজেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জনকারীর তালিকা :

বিষয়	নাম	শ্রেণি	শাখা		রোল নম্বর
উচ্চাঙ্গ নৃত্য	সেজানুর রহমান	১০ম	গ		২১
ক্বিরাত	মো. আবু সালেহ	১০ম	গ		৩১
রচনা প্রতিযোগিতা	মো. জোবায়ের হোসেন নাবিল	৮ম	ক		১১

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ :

	বিভাগ	উপজেলা পর্যায়	জেলা পর্যায়
এইচ এম ইবতিহাল উৎস	বিজ্ঞান	১ম	১ম
আকাশ (৮ম/ঘ-০৬)	বিজ্ঞান	১ম	

৪০তম বিজ্ঞান মেলায় প্রজেক্ট প্রদর্শন বিষয়ে এইচ এম ইবতিহাল উৎস (১০ম/গ-৪৫) ১ম হয় এবং সংগ্রাম রায় (১০ম/গ-০১) বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান লাভ করে।

সম্মাননীয় সুধীমণ্ডলী এই শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। বিদ্যালয়টিতে ০৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।
২। বিদ্যালয়ের বেঞ্চের সংখ্যা এতই অপ্রতুল যে যতসংখ্যক বেঞ্চের দরকার তার অর্ধেকেরও কম আছে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জে.এস.সি. ও এস.এস.সি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় পরীক্ষার সময় কেন্দ্রাধীন বিদ্যালয়গুলো থেকে অনেক বেঞ্চ পরিবহণ করতে হয়। এতে বেঞ্চের জন্য অনেক পরিবহণ খরচ হয় এবং উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অনতিবিলম্বে বিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত বেঞ্চের ব্যবস্থা করার জন্য সম্মাননীয় প্রধান অতিথির সুদৃষ্টি কামনা করছি।
৩। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে অবৈধ স্থাপনা ও কোচ স্ট্যান্ড আমাদের বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। এ ব্যাপারে সম্মাননীয় প্রধান অতিথির হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
৪। বিদ্যালয়ের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিভাবক সভা প্রভৃতি কার্যক্রম চালানোর জন্য অডিটোরিয়াম দরকার।
৫। আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পরিত্যাক্ত জিমনেশিয়াম রয়েছে। এটিকে সচল করতে হলে ক্রীড়া সরঞ্জাম আবশ্যক।
৬। বিদ্যালয়ের মাঠটি সংস্কার করা প্রয়োজন।
৭। বিদ্যালয়টি ডবল শিফ্‌ট হওয়ায় আরও একাডেমিক ভবন, আসবাব পত্র, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানাগার প্রয়োজন।
৮। কম্পিউটার ল্যাবে আরও কম্পিউটারের প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলোর ব্যাপারে মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
সম্মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ, অভিভাবকমণ্ডলী, সুধীমণ্ডলী কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এ জন্য আমরা গর্বিত, আনন্দিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।